সংবাদ

তারিখ ৭।৩।৮১
পৃষ্ঠা কলাম

৩১৩

091

পূর্ববর্তী আইন বাতিল ॥ নতুন অধ্যাদেশ জারি

প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সাথে চুক্তি সই ॥ ধর্মঘট প্রত্যাহার

গতকাল শুক্রবার সরকারী প্রতিনিধি ও বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির প্রতিনিধিদের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষক ধর্মঘট প্রত্যাহারের একটি চুক্তি সই হয়েছে।

মন্ত্রী পরিষদের সদস্য ও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রীর সভাকক্ষে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও শিক্ষক সমিতির প্রতিনিধিদের মধ্যে অনুষ্ঠিত যৌথ বৈঠকে এই চুক্তি সই হয়।

চুক্তিতে সরকারের পক্ষে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী জনাব আবদুল বাতেন ও স্বরাষ্ট্র উপ মন্ত্রী অধ্যাপক আবদুস সালাম এবং প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির পক্ষে সভাপতি অধ্যাপক আবুল কালাম আজাদও সমিতির অপর ১৩ জন প্রতিনিধি সই করেছেন।

চুক্তির পূর্ণবিবরণ নীচে দেয়া হলো:

মন্ত্রী পরিষদের সদস্য ও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে আজ ১৯৮১ সালের ৬ই মার্চ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাকক্ষে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির প্রতিনিধিদের মধ্যে এক যৌথ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

১। বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি প্রস্তাবিত প্রাথমিক শিক্ষা অধ্যাদেশ, ১৯৮১-এর প্রকাশনা ও প্রচারণার সাথে পূর্ণ মতৈক্য প্রকাশ করছে।

২। ৭ই মার্চ অথবা তার পূর্বে উপরোক্ত আইন প্রণয়ন এবং বিজ্ঞাপিত হওয়ার সাথে সাথে সমিতি বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি আহূত আন্দোলন, ধর্মঘট, হরতাল ইত্যাদিসহ সকল কর্মসূচী প্রত্যাহার করবে এবং প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি আগামী ৯ই মার্চে সকল প্রাথমিক শিক্ষকদের কাজে যোগদানের আহ্বান জানাবে।

৩। ধর্মঘট চলাকালীন সময়ের জন্য এবং ধর্মঘটের দরুন উদ্ভূত পরিস্থিতির জন্যে সরকারের পক্ষ থেকে প্রাথমিক শিক্ষকদের বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হবে না। প্রাথমিক শিক্ষকদের ধর্মঘট চলাকালীন সময়ের (৯ই মার্চ পর্যন্ত) বেতন ভাতা ও অন্যান্য সুবিধা পুরোপুরি দেয়া হবে এবং তাদের চাকরির ধারাবাহিকতা ক্ষুণ্ণ হবে না।

(শেষ পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

ধর্মঘট প্রত্যাহার

(১ম পাতার পর)

৪। ১৯৭৩ সালের ১লা জুলাই প্রাথমিক শিক্ষকদের চাকরি সরকারের অধীনে আনার পূর্বেকার তাদের চাকরির মেয়াদের অর্ধেক অংশ সরকারী চাকরি বলে গণ্য হবে। এভাবেই পেনশন ও গ্রাচুইটির হিসাব করার জন্যে তাদের চাকরির মেয়াদের সাথে ওই মেয়াদ যোগ করা হবে এবং আইনানুসারে তাদেরকে সরকারী কর্মচারীদের বেলায় প্রযোজ্য সকল সুযোগ-সুবিধা দেয়া হবে।

৫। উপরোক্ত যৌথ সিদ্ধান্ত গণ মাধ্যমের সাহায্যে প্রচারের জন্যে যৌথ বিবরণ করা হবে।

স্বাক্ষরকারী:

আবদুল বাতেন শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী এম, এ, সালাম উপ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আবুল কালাম আজাদ সভাপতি বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি এবং ১৩ জন প্রতিনিধি।

'আমি খুশী হয়েছি'

ধর্মঘটী প্রাথমিক শিক্ষক ও সরকারের মধ্যে শিক্ষকদের ধর্মঘট প্রত্যাহারের চুক্তি সই হওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান অপেক্ষমান সাংবাদিকদের বলেন: এতে আমি খুশী হয়েছি। তিনি জানান নতুন অধ্যাদেশে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী জনাব আবদুল বাতেনের নেতৃত্বে গঠিত ১১ সদস্যের কমিটির সুপারিশের পূর্ণ প্রতিফলন ঘটেছে।

তিনি বলেন, ধর্মঘটী শিক্ষকদের সমস্যা নিয়ে আলোচনার জন্যে বিএনপি একটি বিশেষ কমিটি গঠন করেছিলো। এই কমিটিতে ছিলেন বিএনপির যুগ্মমহাসচিব জনাব ফেরদৌস আহমেদ কোরেশী, জনাব জুলমত আলী খান ও বেগম হামিদা আলী, এবং বিএনপি'র মহাসচিবের সহকারী সৈয়দ শাহিদুল হক জামালউদ্দিন। খবর বাসস পরিবেশিত।